শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন - ২০০৯

(২০০৯ এর ৩৫ নং আইন)

ভারত সরকারের আইন এবং বিচার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত।

(পরিষদীয় দপ্তর)

নয়াদিল্লী, ২৭শে আগষ্ট - ২০০৯

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার আগরতলা কর্তৃক প্রচারিত।

(ভারতের সরকারী রাজপত্রের .... ২০১০ ইং তারিখের বিশেষ সংস্করণের ২ নং ভাগের ৩ নং খন্ডে প্রকাশিতব্য) ।

ভারত সরকার
মানব সম্পদ বিকাশ উন্নয়ন মন্ত্রক
বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তর

নয়াদিল্লী, তারিখ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১০

বিজ্ঞপ্তি

এস. ও.- (ই) এতদ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ১লা এপ্রিল, ২০১০ থেকে শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন - ২০০৯, (২০০৯-এর ৩৫ নং আইন) কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করছেন। উক্ত আইনের , ভাগ-১ এর ৩নং খন্ডের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আইন বলবতের এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।

(অনিতা কাউল)
যুগ্ম সচিব, ভারত সরকার
(এফ.নং. ১-১৩/২০০৯ইই-৪)

মাননীয়,
পরিচালক মহোদয়,
ভারত সরকারের মুদ্রণালয় ,
ফরিদাবাদ।

প্রতিলিপি:-

১. ভারত সরকারের সকল মন্ত্রক ও দপ্তর ;
২. সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিবগণ ;
৩. সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা সচিবগণ ;
৪. সমস্ত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও সাক্ষরতা ব্যুরোর প্রধানগণ ;
৫. উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সকল ব্যুরো প্রধানগণ ;
৬. ব্যক্তিগত সচিব (পি.এস.) ,মাননীয় মন্ত্রী, মানব সম্পদ উন্নয়ন ;
৭. ব্যক্তিগত সচিব (পি.এস.) ,মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, মানব সম্পদ উন্নয়ন ;
৮. সিনিয়র পি.পি.এস,. সচিব (এস.ই.এবং এল)

অনিতা কাউল
যুগ্ম সচিব , ভারত সরকার

ভারত রাজপত্র
বিশেষ সংস্করন
ভাগ- ২(দুই)- খন্ড-১ (এক)
অধিকার বলে প্রকাশিত

নং - ৩৯) নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার,২৭শে আগষ্ট ২০০৯ ,৫ই ভাদ্র ১৯৩১ শকাব্দ

এই ভাগে আলাদা পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে যাতে একে পৃথকভাগে সংকলন করা যায়।

আইন এবং বিচার মন্ত্রক
(পরিষদীয় দপ্তর)

নয়াদিল্লী ২৭ শে আগষ্ট ২০০৯ ইং, ৫ই ভাদ্র ১৯৩১ শকাব্দ ।

২০০৯ সালের ২৬ শে আগষ্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত নিম্নোক্ত সংসদীয় আইনটি সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হল :-

শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯

(২০০৯ এর ৩৫ নং আইন)

(২৬ শে আগষ্ট ২০০৯)

৬ (ছয়) থেকে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের সমস্ত শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানার্থে এই আইনটি বিধিবদ্ধ হয় ।

ভারত প্রজাতন্ত্রের ষাটতম বৎসরে সংসদে আইনটি নিম্নলিখিত রূপে গৃহীত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক ধারনা সমূহ

১. (১) এই আইনকে শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ , নামে আখ্যায়িত করা হবে। আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, পরিসর ও প্রারম্ভ

(২) এই আইনটি জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে কার্যকরী হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার যেদিন সরকারী রাজপত্রে (গেজেট) বিজ্ঞপ্তি জারি করবে, সেদিন থেকেই এই আইন কার্যকরী হবে ।

২. **যদি না এই প্রসঙ্গে অন্য কিছু প্রস্তাব করা হয়, তাহলে এই আইনে -**

(ক). উপযুক্ত সরকার বলতে বোঝানো হবে -

(i) কেন্দ্রীয় সরকার অথবা বিধানসভা বিহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং তাদের মালিকানাধীন বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারকে ;

(ii). এ বর্ণিত বিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে

(A) রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারকে ;

(B) বিধানসভা আছে এমন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে, ঐ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারকে ;

(খ). " ব্যক্তিভিত্তিক প্রদেয় " (Capitation fee) বলতে বিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট মাইনে ছাড়া যেকোন রকমের অনুদান বা চাঁদা বা অন্যান্য প্রদেয় বোঝাবে ।

(গ). " শিশু " বলতে ৬ (ছয়) থেকে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের কোন একটি মেয়ে বা ছেলেকে বোঝাবে ;

(ঘ). " অনগ্রসর শ্রেণীভূক্ত শিশু " বলতে সে সমস্ত শিশুদের বোঝাবে যারা উপযুক্ত সরকারের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজা , সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণী বা সে সমস্ত শ্রেণীগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত যারা সামাজিক , সাংস্কৃতিক , অর্থনৈতিক , ভৌগোলিক, ভাষাগত, লিঙ্গগত বা অন্যান্য ঐ ধরনের কারণে পিছিয়ে আছে ;

(ঙ). " অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শিশু " বলতে সেই শিশুদের বোঝাবে, যাদের পিতামাতা বা অভিভাবকদের আয় উপযুক্ত সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত ন্যুনতম সীমার নিচে ;

(চ). "প্রাথমিক শিক্ষা " বলতে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বোঝাবে ;

(ছ). " শিশুর অভিভাবক, " বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে যিনি শিশুর যত্ন এবং তত্ত্বাবধান করেন বা যিনি স্বাভাবিক অভিভাবক অথবা আদালত বা আইন দ্বারা নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক ;

(জ). "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ " বলতে পুরপরিষদ বা পুরসভা , অথবা জেলাপরিষদ বা নগর পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত বা অনুরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে যারা আইন বলে বিদ্যালয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক ; ২০০৬ এর ৪(চার)

(ঝ). "শিশুর অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশন" বলতে শিশুর অধিকার রক্ষা আইন ২০০৫ এর ৩ ধারায় গঠিত শিশুর অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশনকে বোঝাবে ;

(ঞ). "বিজ্ঞপ্তি " বলতে সরকারী রাজপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিকে বোঝাবে ;

(ট). " পিতামাতা " বলতে কোন শিশুর স্বাভাবিক বা বিমাতা /বিপিতা বা দত্তক গ্রহণকারী পিতা / মাতাকে বোঝাবে ;

(ঠ). "নির্দেশিত " বলতে এই আইনের মাধ্যমে বলবৎ নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্দেশিত হওয়াকে বোঝাবে ;

(ড). " অণুসূচী " বলতে এই আইনের সংযোজিত অণুসূচীকে বোঝাবে ;

(ঢ). "বিদ্যালয় " বলতে যেকোন অনুমোদন প্রাপ্ত বিদ্যালয়কে বোঝায় যা প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে এবং যার মধ্যে;

(i) একটি বিদ্যালয় যা উপযোগী সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বা প্রতিষ্ঠিত, বা নিয়ন্ত্রিত ;

(ii). একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় যা উপযোগী সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের যাবতীয় বা আংশিক খরচ মেটানোর জন্য সাহায্য বা অনুদান পেয়ে থাকে;

(iii) নির্দিষ্ট শ্রেণীভূক্ত একটি বিদ্যালয় ; এবং

(iv) একটি বিদ্যালয় যা উপযোগী সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের খরচ মেটানোর জন্য কোন রকম সাহায্য বা অনুমোদন পায় না।

(ণ). "বাছাইয়ের প্রণালী " বলতে কোন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনের সেই পদ্ধতিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যহীন ভাবে নয়, ক্রম পর্যায়ের ভিত্তিতে ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয় ;

(ত) " নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বিদ্যালয় "বলতে উপযুক্ত সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিপত্রে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত সে সমস্ত বিদ্যালয়কে বুঝাবে, যেমন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক স্কুল বা যে সব বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ বিদ্যমান ;

২০০৬ এর ৪ (চার)

(থ) " শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য রাজ্য কমিশন " বলতে শিশুর অধিকার রক্ষায় রাজ্য কমিশন ২০০৫ এর সেকসন্ ৩ (তিন) নং ধারায় গঠিত শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য কমিশনকে বোঝাবে ;

: দ্বিতীয় অধ্যায় :

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার

শিশুর মুক্ত ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার

৩. (১) ৬ (ছয়) থেকে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের প্রত্যেক শিশুর, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, পার্শ্ববর্তী কোন বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে ।

(২) উপধারা (১) সাপেক্ষে কোন শিশুকে এমন কোন বেতন, প্রদেয় বা খরচের অংশ দিতে বাধ্য করা যাবেনা যা তার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে বিবেচিত হবে ;

১৯৯৬ এর নং ১(এক)

অবশ্য, অক্ষম ব্যক্তি (সমান সুযোগ , রক্ষা ও সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন ১৯৯৬ ধারা ২(ই) এ বর্ণিত অক্ষমতা যুক্ত শিশুরা ঐ আইনের পঞ্চম পরিচ্ছেদ-এ উপায় অনুসারে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার ভোগ করবে ;

যেসব শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি বা যারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ

৪. ৬ (ছয়) বৎসর অতিক্রান্ত যে শিশু কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি কিংবা ভর্তি হয়েও তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি, সেই ক্ষেত্রে তাকে বয়সানুযায়ী উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করতে হবে ।

এখানে শর্ত হচ্ছে, যখন একটি শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত শ্রেণীতে সরাসরি ভর্তি করা হবে তখন অন্যদের সাথে তাল মেলানোর জন্য নির্দেশিত পদ্ধতি এবং সময় সীমার মধ্যে তার বিশেষ প্রশিক্ষণ পাবার অধিকার থাকবে ।

উপরন্তু আরও শর্ত হচ্ছে একটি শিশু যে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হয়েছে সে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের পরেও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী থাকবে ;

করতে পারেনি তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ।

৫. (১) যে সব বিদালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা বা সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে একটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য অন্য বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হতে পারবে (২(দুই) নং ধারা iii নং এবং iv নং উপধারার অন্তর্ভূক্ত বিদ্যালয় গুলো ছাড়া) । — বিদ্যালয় স্থানান্তরের অধিকার

(২) একটি শিশুর যদি কোন কারনে রাজ্যের ভিতরে কিংবা বাহিরে এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে স্থান পরিবর্তণের প্রয়োজন হয় তবে সে ২ (দুই) নং ধারার এন (n) এর iii নং এবং iv নং উপধারা ভূক্ত বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য যে কোন বিদ্যালয়ে বদলী হওয়ার অধিকারী হবে ।

(৩) অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাওয়ার জন্য, পূর্বে যে বিদ্যালয়ে শিশুটি ভর্তি হয়েছিল, সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে দ্রুততার সঙ্গে "স্থানান্তরের শংসাপত্র" (T.C) প্রদান করতে হবে ;

এই ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় শর্ত-" স্থানান্তরের শংসাপত্র "(T.C.) দাখিল করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হলে তা পরবর্তী বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ক্ষেত্রে বিলম্ব বা ভর্তি না করার কারণ হিসাবে গ্রাহ্য করা হবেনা ;

এই ক্ষেত্রে আরও বলা আছে যে, যদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক "স্থানান্তরের শংসাপত্র " (T.C) দিতে দেরী করে, তবে সেই ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে চাকুরীর বিধি অনুসারে প্রযোজ্য শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ।

" তৃতীয় অধ্যায় "
উপযুক্ত সরকার, স্থানীয় প্রশাসন এবং পিতামাতার কর্তব্য

৬. এই আইনের সংস্থানগুলি যথাযথ প্রতিপালনের স্বার্থে উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইনটি চালু হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে সুর্নির্দিষ্ট এলাকায় কিংবা প্রতিবেশ সীমার মধ্যে, যেখানে কোন বিদ্যালয় নেই, সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করবেন । — বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে উপযুক্ত সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্তব্য।

অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দায়িত্বভার ভাগ করে নেওয়া

৭. ১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব হবে আইনে বর্ণিত ব্যবস্থা গুলো রূপায়ণে অর্থের সংস্থান করা।

২) আইনে নির্দিষ্ট-সংস্থানের যথার্থ রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভাব্য মূলধনী ও পৌন:পুনিক খরচের অগ্রিম খসড়া তৈরী করবে ।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে সহায়তা স্বরূপ রাজস্ব প্রদান করবে। উপধারা ২ অনুসারে এই অনুদানের পরিমান খরচের শতকরা কত ভাগ হবে তা সময়ে সময়ে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে নির্ধারিত হবে ।

৪) এই আইনের সংস্থানগুলো বাস্তবায়নের জন্য কোন রাজ্য সরকারের

নিজস্ব অংশ হিসাবে প্রদেয় অর্থরাশি যোগান দেবার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের যৌক্তিকতা অনুচ্ছেদ ২৮০ এর দফা ৩ এর উপদফা -ঘ অনুযায়ী পরীক্ষণের জন্য অর্থ কমিশনকে নির্দেশ দিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি জানাতে পারে।

৫) উপধারা (৪) এ যা কিছু বর্ণিত আছে তা সত্বেও উপধারা ৩ (তিন) অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারকে প্রদত্ত অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ থেকে আইনের সংস্থানগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার দায়ী থাকবে ।

৬) কেন্দ্রীয় সরকার :-

ক) ২৯ নং ধারায় বর্ণিত শিক্ষা সংক্রান্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাহায্যে একটি জাতীয় পাঠ্যক্রম-এর কাঠামো গঠন করবে ;

খ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আদর্শ ব্যবস্থা গঠন এবং কার্যকর করবে ।

গ) রাজ্য সরকারকে নতুন কিছু প্রবর্তন, গবেষণা, পরিকল্পনা এবং সামর্থ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃৎকৌশলগত সহায় এবং সম্পদের সরবরাহ করবে।

উপযুক্ত সরকারের কর্তব্য

৮. উপযুক্ত সরকার :-

ক) প্রত্যেক শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে ;তবে, উপযুক্ত সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রদত্ত অর্থের দ্বারা নির্মিত কিংবা অধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ছাড়া অন্য যে কোন বিদ্যালয়ে যদি কোন শিশুকে তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক ভর্তি করে থাকেন, তবে সে সব বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষায় ব্যয়িত অর্থ প্রত্যার্পণের জন্য সেই শিশু বা তার পিতামাতা বা অভিভাবকগণ কোন রকম ভাবেই দাবি করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা :- "বাধ্যতামূলক শিক্ষা" শব্দটির দ্বারা উপযুক্ত সরকারের নিম্নলিখিত বাধ্যবাধকতাকে বুঝাবে :-

১) ৬ (ছয়) থেকে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের প্রত্যেক শিশুকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা ; এবং

২) ৬ (ছয়) থেকে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের প্রত্যেকটি শিশুর বাধ্যতামূলক ভর্তি, উপস্থিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণকরণকে সুনিশ্চিত করা ;

খ) ৬ নং ধারায় নির্দেশিত পরিসীমার মধ্যে প্রতিবেশী বিদ্যালয় থাকা সুনিশ্চিত করবে ;

গ) সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর শিশুদের যাতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ এবং সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনভাবেই বৈষম্য বা বাধা না আসে তা নিশ্চিত করবে ;

ঘ) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিদ্যালয়ে পাকাবাড়ী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা - উপকরণের ব্যবস্থা করবে ;

ঙ) ৪(চার) নং ধারার নির্দেশ অনুসারে বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করবে ;

চ) প্রত্যেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি, উপস্থিতি এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ করণের সুনিশ্চয়তা ও দেখভালের ব্যবস্থা থাকবে ;

ছ) তফশীলে বা তালিকায় নির্দেশিত আদর্শ মান ও নিয়মানুযায়ী উত্তম গুণসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করবে ;

জ) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সঠিক সময়ে সুনিশ্চিত করতে হবে ;

ঝ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করবে ।

৯. প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ — স্থানীয় প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

ক) প্রত্যেক শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে ; এই শর্তে যে, উপযুক্ত সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের দ্বারা নির্মিত কিংবা অধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ছাড়া অন্য যে কোন বিদ্যালয়ে যদি কোন শিশুকে তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক ভর্তি করেন তবে সেই সব বিদ্যালয়ে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত অর্থ প্রত্যার্পণের জন্য সে শিশু বা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক কোন রকম ভাবেই দাবী করতে পারবেনা।

খ) ৬ (ছয়) নং ধারায় নির্দেশিত " পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় " থাকা সুনিশ্চিত করবে ;

গ) সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ ও সম্পূর্ণ করণের ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্য সৃষ্টি না হয় বা প্রতিবন্ধকতা না আসে তা সুনিশ্চিত করবে ;

ঘ) নির্দেশানুযায়ী আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী ১৪ (চৌদ্দ)বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের তথ্যাদি নথিভূক্ত করতে হবে ।

ঙ) আওতাধীন এলাকার প্রতিটি শিশুর ভর্তি, উপস্থিতি ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে ও পর্যবেক্ষণে রাখবে ।

চ) বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ী , শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো প্রদান করবে ।

ছ) ৪ (চার) নং ধারায় বর্ণিত বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করবে ।

জ) তালিকা নির্দেশিত আদর্শমান ও নিয়মানুযায়ী গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে ।

ঝ) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সঠিক সময়ে সুনিশ্চিত করবে ;

ঞ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করবে ।

ট) স্থানপরিবর্তণকারী পরিবারের শিশুদের ভর্তি সুনিশ্চিত করবে ।

ঠ) আওতাধীন বিদ্যালয়গুলির কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করবে ।

ড) শিক্ষা সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জী স্থির করবে ।

১০. প্রত্যেক মাতাপিতা ও অভিভাবকের কর্তব্য হবে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তার শিশু বা সন্তানকে ভর্তি করা । — মাতা -পিতা ও অভিভাবকের কর্তব্য

১১. ৩ (তিন)বৎসর বয়স অতিক্রান্ত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এবং ৬ (ছয়) বৎসর বয়সে পৌছানো পর্যন্ত সকল শিক্ষাকে প্রাক - বাল্য, যত্ন ও শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সরকার এই সব শিশুদের অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে । — উপযুক্ত সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান

৪র্থ অধ্যায় "

বিদ্যালয়সমূহ ও শিক্ষক গণের দায়িত্বসমূহ

১২. (১) এই আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি বিদ্যালয় :- অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষার বিষয়ে বিদ্যালয়ে দায়িত্বের প্রসার

ক) ভর্তি হওয়া সমস্ত শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করবে । ধারা (২) দুই এর (n) দফা এর উপদফা (i) এ বর্ণিত নির্দেশানুসারে ।

খ) যা কিনা ২ (দুই) ধারার (n) অংশের (ii) উপ-অংশের অন্তর্ভূক্ত, ছাত্রদের যে অনুপাতকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে সে অনুপাতের জন্য ব্যয়িত বার্ষিক মোট ব্যয়ের অংশ সেই বিদ্যালয়ের মোট বার্ষিক সহায়তা ও অনুদান জনিত আয়ের কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ হবে ।

গ) ২ ধারার (n) অংশের (iii) এবং (iv) উপঅংশের অন্তর্ভূক্ত নির্দেশ অনুসারে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে শ্রেণীর মোট ছাত্র সংখ্যার কমপক্ষে শতকরা পঁচিশ ভাগ আসনে পাশ্ববর্তী এলাকার দুর্বলতর শ্রেণী ও অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত শিশুদের ভর্তি করতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করবে ।

এই শর্তে আরো বলা হয় যে , যেখানে ধারা ২ (দুই) এর (n) অংশে বর্ণিত একটি বিদ্যালয় যদি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে সেখানে সেই প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে " ক " থেকে " গ " এর সংস্থানগুলো প্রয়োগ হবে ।

(২) ২ (দুই) ধারায় এন (n) অংশের (iv) উপ-অংশের অন্তর্ভূক্ত বিদ্যালয় যা (১) এক উপধারার সি (c) অংশে বর্ণিত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে সেই বিদ্যালয়কে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী সেই শিক্ষা প্রদান সংক্রান্ত ব্যয় রাজ্যের মাথাপিছু শিশুব্যয়ের পরিমান ও বিদ্যালয় শিশুর কাছ থেকে আদায়ীকৃত পরিমানের ন্যুনতম অংশ প্রত্যার্পণ করা হবে।

শর্ত এই যে, প্রতি শিশু পিছু অর্থ প্রত্যার্পণের পরিমান ২(দুই) নং ধারার এন (n) ধারার (১) নং উপ- ধারার বর্ণনানুসারে বিদ্যালয় কর্তৃক শিশুদের জন্য মাথা-পিছু মোট খরচের বেশী হতে পারবেনা।

আরো শর্তসাপেক্ষ, যে সব বিদ্যালয় নির্দিষ্ট বিশেষ সংখ্যক শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানে বাধ্য, যারা নিজস্ব পাকা বাড়ী বা সরঞ্জাম অথবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে অথবা কমদামে পাওয়ার শর্ত স্বরূপ তারা উক্ত ছাত্রদের জন্য ব্যয়িত অর্থ প্রত্যার্পণের জন্য রাজ্যকে বাধ্য করতে পারবেনা ।

(৩) প্রতিটি বিদ্যালয়কে উপযুক্ত সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করবে ;

ভর্তির বিষয়ে কোন কেপিটেশন এবং বাছাই ব্যবস্থা থাকবেনা

১৩. (১) কোন বিদ্যালয় বা ব্যক্তি ভর্তির সময় কোন শিশু থেকে কেপিটেশন আদায় করতে পারবেনা । তাছাড়া শিশু বা তার মাতা-পিতা বা অভিভাবককে কোন রকম বাছাইয়ের ব্যবস্থা সম্মুখীন করতে পারবেনা ।

(২) যদি কোন বিদ্যালয় বা ব্যক্তি উপরোক্ত (১) নং সংস্থানটিকে লঙ্ঘন করে চলে -

ক) কেপিটেশন আদায়ের ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে শিশুদের থেকে আদায়কৃত কেপিটেশনের দশগুন পর্যন্ত টাকা জরিমানা হিসেবে দিতে হবে ।

খ) শিশুদের বাছাইয়ের ব্যবস্থায় ভর্তিতে বাধ্য করানোর ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে প্রথমবার লঙ্ঘনের জন্য ২৫,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে এবং এর পর থেকে প্রতিবার লঙ্ঘনের জন্য ৫০,০০০ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে ।

ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সের প্রমান

১৪. (১) প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে একজন শিশুর বয়স যাচাই করার প্রামাণ্য নথি হবে ১৮৮৬ এর জন্ম ,মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধিকরণ আইন অনুসারে জারি করা জন্মের শংসাপত্র অথবা অনুরূপ সুনির্দিষ্ট অন্যান্য দলিল । ১৮৮৬ এর নং ৬

(২) বয়সের প্রমাণের অভাবে কোন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে অস্বীকার করা যাবে না ।

ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সের প্রমানকে এড়িয়ে চলা

১৫. একটি শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই অথবা সেই শিক্ষাবর্ষের নির্দেশিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে ভর্তি হবে।

শর্ত এই যে, বর্ধিত সময়ের পরেও ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিশুদের ভর্তি কোন ভাবে প্রত্যাখান করা যাবে না।

শর্ত আরো যে, বর্ধিত সময়ের পরে যে শিশুকে ভর্তি করা হবে তার পড়া সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসৃত হবে ।

আটকে রাখা এবং বহিষ্কার ব্যাবস্থা নিষিদ্ধ

১৬. ভর্তি হওয়া কোন শিশুকে তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীতে আটকে রাখা বা বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা যাবেনা ।

শিশুদের উপর শারীরিক শাস্তি ও মানসিক হয়রাণি নিষিদ্ধ

১৭. ১) কোন শিশুকে কোন ভাবে শারীরিক শাস্তি দেওয়া অথবা মানসিক ভাবে হয়রানি করা যাবেনা।

২) কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্ত ১ (এক) নং উপধারা লঙ্ঘন করে তবে চাকরির নিয়ম অনুযায়ী সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যাবস্থা করা হবে।

অনুমোদনের শংসাপত্র ছাড়া কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না

১৮. ১) এই আইন বলবৎ হওয়ার পরে উপযুক্ত সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত, অধিকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ছাড়া শংসাপত্র সংগ্রহ না করে কোন বিদ্যালয় স্থাপন বা চালু করা যাবেনা ।এই অনুমোদনযোগ্য শংসা পত্র পেতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দেশিত রীতিতে আবেদন করতে হবে ।

২) উপধারা ১ (এক) অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত প্রণালী অনুসারে নির্দিষ্ট সময় সীমায় নির্দেশিত শর্ত সাপেক্ষে স্বীকৃতি সূচক শংসাপত্র প্রদান করবে।

শর্ত এই যে, ১৯(উনিশ) নং ধারায় বর্ণিত নিয়ম বা মান পূরণ করতে না পারলে কোন বিদ্যালয়কে অনুমোদন প্রদান করা হবে না।

(৩) শর্তানুযায়ী অনুমোদন প্রদানের পর শর্ত ভঙ্গ করলে উক্ত কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ জারী করে অনুমোদন বাতিল করবে।

এই শর্তে যে, অনুমোদন বাতিল করা বিদ্যালয়ে যেসব শিশুরা পড়াশুনা করছে তারা পার্শ্ববর্তী কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তা উক্ত আদেশে নির্দেশিত থাকবে।

শর্ত আরো যে , এমন কোন বিদ্যালয়কে শুনানির সুযোগ না দিয়ে তার অনুমোদন বাতিল করা যাবেনা।

(৪) ৩(তিন) নং উপধারা অনুযায়ী যেদিন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে সেদিন থেকে সেই বিদ্যালয় তাদের কাজ আর চালিয়ে যেতে পারবেনা।

(৫) কোন ব্যক্তি যদি অনুমোদনের শংসাপত্র ছাড়া কোন বিদ্যালয় স্থাপন করে বা অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেবার পরও বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যায়, তবে তাদেরকে এই নিয়মলঙ্ঘন করার দায়ে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে এবং অবিরত নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হারে যতদিন নিয়ম লঙ্ঘন হবে ততদিনের জরিমানা করা হবে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্টা বিধি এবং মান

১৯. ১) তালিকায় বর্ণিত নীতি-নির্দেশিকার এবং মান পূরণ না করলে কোন বিদ্যালয় ধারা ১৮ অনুযায়ী স্থাপন করা যাবে না বা স্বীকৃতি পাবে না ।

২) যদি কোন বিদ্যালয় উপরিউক্ত আইন গঠনের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং বিধিবদ্ধ নিয়ম বা মান অনুযায়ী না হয়, তবে সেই বিদ্যালয় এই আইন প্রনয়ণের তিন বছরের মধ্যে সমস্ত নীতি-নির্দেশিকার যথাযথ প্রতি পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তৎসম্বন্ধীয় খরচ ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে.।

৩) যদি কোন বিদ্যালয় ২(দুই) নং উপধারার অর্ন্তগত নীতি-নির্দেশিকার যথাযথ পালন করতে অসমর্থ হয় তবে ১৮নং ধারায় ১(এক) নং উপধারা মোতাবেক সেই বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং তা করা হবে আইনে বর্ণিত ৩ (তিন) নং উপধারা অনুযায়ী ।

৪) ৩নং উপধারা অনুযায়ী অনুমোদন বাতিল করার দিন থেকে সেই বিদ্যালয় আর নতুন করে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবেনা ।

৫) কোন ব্যক্তি যদি অনুমোদন বাতিল বলে গন্য হবার পরও বিদ্যালয়টি চালিয়ে যান তবে আইন ভঙ্গকারী হিসাবে তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন এবং এই ক্ষতিপূরণের পরিমান এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এরকম অসদুপায় অবলম্বন পরবর্তী কালে চলতে থাকলে যতদিন ঐ অবস্থা চলবে ততদিন তাকে দৈনিক ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা করে জরিমানা দিতে হবে ।

তালিকা সংশোধন ক্ষমতা

২০. কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরবর্তী সময়ে নীতি নির্দেশিকায় সংযোজন অথবা পরিবর্তণ করতে পারে।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি

২১. ১) ২ (দুই) নং ধারার এন (n) অংশের (iv) নং উপঅংশের অন্তর্গত বিদ্যালয় বাদে অন্য বিদ্যালয় একটি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি তৈরী করবে, যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষএর নির্বাচিত সদস্য, ঐ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিশুর অভিভাবক বা পিতা-মাতা এবং ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা থাকবেন ।

উপরন্তু , অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর শ্রেণীর এবং অনগ্রসর শ্রেণীভূক্ত শিশুদের অভিভাবকদের যথাযথ আনুপাতিক হার ঐ কমিটিতে বজায় রাখতে হবে ;

এই শর্তে যে, ঐ কমিটির ন্যূনতম তিন-চতুর্থাংশ সদস্য হবেন শিশুদের পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক ; উপরন্তু, অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর শ্রেণীর এবং অনগ্রসর শ্রেণীভূক্ত শিশুদের অভিভাবকদের যথাযথ আনুপাতিকহারে ঐ কমিটিতে সদস্য পদ থাকবে ;

আরও শর্ত যে, ঐ কমিটির শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ হবে মহিলা সদস্যা।

২) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে , যেমন :-

ক) বিদ্যালয় কার্য পর্যবেক্ষণ করা ;

খ) বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী এবং সুপারিশ করবে ;

গ) উপযুক্ত সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদান যাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় তার দিকে নজর রাখা ; এবং

ঘ) অন্যান্য কার্য যা নির্দ্দেশিত হবে তা সম্পাদন করা।

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

২২. ১) ২১ (একুশ) নং ধারার এক নং উপধারা অনুযায়ী গঠিত বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি নির্দেশিত পন্থা অনুসারে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে.

২) উপযুক্ত সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থিরীকৃত পরিচালনা বা অনুদানের ভিত্তি হবে ১নং উপধারা বর্ণিত উপায়ে প্রণীত বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা।

নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নীতি নির্দেশিকা (শর্তাবলী)

২৩. (১) কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তিমূলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দ্বারা বর্ণিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২) যে রাজ্যে শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যক্রম বা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপর্যাপ্ত অথবা ১ নং উপধারায় বর্ণিত ন্যুনতম যোগ্যতা বিশিষ্ট শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট নয় সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, যদি প্রয়োজনবোধ করেন, নির্দ্দেশ জারী করে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতামান শিথিল করবেন অনুর্দ্ধ পাঁচ বছরের জন্য, যার উল্লেখ ঐ নির্দেশে থাকবে ।

এই শর্তে যে, এই আইন বলবৎ হওয়ার সময় যদি কোন শিক্ষক ১(এক) নং উপধারার অন্তর্গত ন্যুনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন না হন তবে তাকে পাঁচ বছরের মধ্যে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

৩) শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা এবং চাকুরীর শর্ত যেমনটি নির্দেশিত হবে সেই রকম হবে ।

শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং ক্ষোভের উপশম

২৪. ১) ২৩ (তেইশ) নং ধারার ১ (এক) নং উপ-ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত একজন শিক্ষক নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলো পালন করবে ; যেমন :-

ক) বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে নিয়মিত ও সময়ানুবর্তী হবেন ;

খ) ২৯ (উনত্রিশ)নং ধারার ২(দুই) নং উপ-ধারা বর্ণিত সংস্থান অনুযায়ী পাঠ্যক্রম পরিচালনা ও সম্পূর্ণ করবেন ;

গ) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গোটা পাঠ্যক্রম সম্পুর্ণ করবেন ;

ঘ) শিশুদের শিক্ষণ ক্ষমতা মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে পরবর্তিতে আরও বেশীকিছু নির্দেশাবলী দিতে পারবেন ;

ঙ) পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের নিয়ে নিয়মিত সভা করে শিশুর নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষনের ক্ষমতা ও উন্নতি এবং অন্যান্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের ওয়াকিবহাল করবেন ;এবং

চ) নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য কর্তব্য পালন করবেন।

২) কোন শিক্ষক ১ (এক) নং উপ-ধারায় বর্ণিত কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে, চাকুরীর নিয়ম অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ;

এই শর্তে যে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে ঐ শিক্ষককে তার স্বপক্ষে বলার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হবে।

৩) যেভাবে নির্দেশিত হবে সেইভাবে শিক্ষকের ক্ষোভের নিরসন বা অবসান করা হবে।

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত

২৫. ১) আইন বলবৎ হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তফশিলে বর্ণিত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত রক্ষা সুনিশ্চিত করবেন ।

২) ১ (এক)নং উপধারা অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষকদের অনুপাত রক্ষার উদ্দেশ্যে ২৭ নং ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ছাড়া চাকুরীপ্রাপ্ত কোন শিক্ষককে অন্য কোন বিদ্যালয় বা অফিসে বা শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা যাবেনা।

শিক্ষদের শূন্য পদ পূরণ

২৬. যে সমস্ত বিদ্যালয় উপযুক্ত সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা অধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত অথবা তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুদান প্রাপ্ত সে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শূন্যপদ যেন সর্বমোট অনুমোদিত পদের শতকরা ১০ ভাগ অতিক্রম না করে সে বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবেন ।

শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ ব্যতীত অন্য কাজে শিক্ষক নিয়োগ নিষেধ

২৭. একমাত্র দশমবার্ষিক জনগণনা, আকস্মিক দুর্বিপাক বা দুর্ঘটনা জনিত ত্রাণ সম্পর্কীয় কর্তব্য অথবা স্থানীয় প্রশাসনগত বা রাজ্য বিধান পরিষদ (স্টেইট লেজিস্লেইটার) বা সংসদের ভোট সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা বহির্ভূত এমন কাজে কোন শিক্ষককে নিযুক্ত করা যাবে না।

শিক্ষকের গৃহ শিক্ষকতা বারণ

২৮. কোন শিক্ষক কোন ভাবেই নিজেকে ব্যক্তিগত শিক্ষাদান অথবা গৃহ শিক্ষকতার কাজে জড়াতে পারবেনা।

পঞ্চম অধ্যায়
পাঠ্যক্রম এবং প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণকরণ

পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি

২৯. ১. উপযুক্ত সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত শিক্ষা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রনয়ন করবেন।

২. পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি রচনা করার সময় ১(এক)নং উপধারায় বর্ণিত রীতি অনুযায়ী শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করবেন , যেমন :-

ক) সংবিধানে নিহিত মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি ;
খ) শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন ;
গ) শিশুর জ্ঞান, ক্ষমতা এবং মেধার সুনির্মান ;
ঘ) শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার পূর্ণতম বিকাশ ;
ঙ) শিশুসহায়ক এবং শিশুকেন্দ্রীক ব্যবস্থায় ক্রিয়া কলাপ, আবিষ্কার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষণ ;
চ) শিক্ষাদান মাধ্যম যতদূর সম্ভব শিশুর মাতৃভাষায় হবে ;
ছ) ভয়, শঙ্কা ও উদ্বেগ থেকে শিশুকে মুক্ত করা এবং শিশুকে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে সাহায্য করা ;
জ) শিশুর জ্ঞান আহরণ ও তা বোঝার এবং সেই জ্ঞান যথার্থ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতার নিয়মিত ও ব্যাপক মূল্যায়ন করা ।

৩০. (১) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করা পর্যন্ত কোন শিশুকে কোন পর্ষদ পরীক্ষায় পাশ করতে বাধ্য করা হবেনা । পরীক্ষা এবং সম্পূর্ণকরণ শংসাপত্র

(২) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে প্রত্যেক শিশুকে বিজ্ঞাপ্তিত রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে শংসাপত্র দেওয়া হবে ।

-: ৬ষ্ঠ অধ্যায় :-

শিশুর অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ

২০০৬ এর ৪

৩১. ১) শিশুর অধিকার রক্ষার আইন ২০০৫ এর অন্তর্গত ৩ (তিন) নং ধারামূলে গঠিত শিশুর অধিকার রক্ষায় জাতীয় কমিশন অথবা ১৭ (সতের) নং ধারামূলে গঠিত শিশুর অধিকার রক্ষায় রাজ্য কমিশনের স্থিরীকৃত কার্যাবলী ছাড়াও নিম্নলিখিত কাজগুলোও করবে : শিশুর শিক্ষা অধিকার পর্যবেক্ষন ।

ক) এই আইনের দ্বারা নির্নীত অধিকারের রক্ষা কবচগুলি পরীক্ষা ও পূনর্মূল্যায়ন করা এবং তাদের সঠিক রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপে প্রস্তাব করা ;

খ) শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত অভিযোগগুলোর অনুসন্ধান করা ;

গ) শিশুর অধিকার রক্ষার স্বার্থে কমিশনের অন্তর্গত ধারা ১৫ এবং ধারা ২৪ -এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া ।

২) ১ নং উপধারার সি (C) অংশে উল্লেখিত শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে যে কোন বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে উল্লেখিত কমিশন শিশুর অধিকার রক্ষার কমিশন আইনের ১৪ নং এবং ২৪ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অনুরূপ প্রয়োগ করবে।

৩) যে রাজ্যে শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য রাজ্য কমিশন গঠিত হয়নি সেখানে ১ নং উপধারায় (ক) থেকে (গ) অংশে নির্দিষ্ট কাজ গুলি সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত সরকার , নির্দেশিত পদ্ধতি ও শর্ত মোতাবেক , তদনুরূপ কর্তৃপক্ষ গঠন করবেন ।

৩২. (১) ৩১ (একত্রিশ) নং ধারায় যাই উল্লেখিত থাকুক না কেন, এই আইন অনুযায়ী শিশুর অধিকার রক্ষার সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে কোন ব্যক্তি লিখিত অভিযোগ জানাতে পারবেন, যে কর্তৃপক্ষের আওতায় এই অভিযোগ জানানো যায় । অভিযোগ সমূহ নিরসনে

(২) ১ নং উপধারা মোতাবেক কোন অভিযোগ গৃহীত হওয়ার পর সমস্ত পক্ষকে উপযুক্ত শুনানির সুযোগ দিয়ে সেই বিবাদীদের থেকে যথোপযুক্ত তিন মাস সময়ের মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন ।

(৩) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে কোন ব্যক্তি শিশুর অধিকার রক্ষার রাজ্য কমিশন অথবা ৩১ (একত্রিশ) নং ধারার ৩নং উপধারা অনুযায়ী তদনুরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবেন ।

(৪) ৩ (তিন) নং উপধারা অনুযায়ী গৃহীত আবেদনটি সম্পর্কে ৩১ নং ধারার ৩নং উপধারা অনুযায়ী গঠিত কর্তৃপক্ষ অথবা শিশুর অধিকার রক্ষার রাজ্য কমিশন ৩১ নং ধারার ১ নং উপধারার (খ) অংশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ।

জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সংবিধান

৩৩. (১) কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করে একটি জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন যার সদস্য সংখ্যা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী হবে, কিন্তু ১৫ জনের বেশী হবে না এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এই পরিষদের সদস্য নিয়োগ করা হবে ।

(২) জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের কাজ হবে আইনের সংস্থানগুলোর ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দেওয়া।

(৩) জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নিযুক্তির শর্ত এবং ভাতা সে ভাবে নির্ধারিত হবে যেমনটি নির্দ্দেশিত হবে ।

রাজ্য উপদেষ্টা পরিষদের সংবিধান

৩৪. (১) রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করে একটি রাজ্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন যার সদস্য সংখ্যা রাজ্য সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী হবে, কিন্তু ১৫ জনের বেশী হবে না এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এই পরিষদের সদস্য নিয়োগ করা হবে ।

(২) গঠিত রাজ্য উপদেষ্টা পরিষদের কাজ হবে আইনের সংস্থানগুলো ফলপ্রসূ প্রণালীতে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে উপদেশ দেওয়া।

(৩) রাজ্য উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নিয়োগের শর্তাবলী, ভাতা ইত্যাদি যে ভাবে নির্দ্দেশিত হবে তেমন ভাবে দেওয়া যাবে।

-: সপ্তম অধ্যায় :-

বিবিধ

নির্দেশ জারীকরণ ক্ষমতা

৩৫. (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি যেমনটি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করবেন নির্দেশাবলী জারী করতে পারেন ।

(২) আইনের সংস্থানের সুষ্ঠু রূপায়ণে জন্য উপযুক্ত সরকার প্রয়োজন বোধে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রতি সহায়িকা বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন ।

(৩) আইনের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিকে সহায়িকা বা নির্দেশাবলী প্রদান করতে পারে ।

শাস্তি বিধানের প্রাক অনুমোদন আইনের বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যাবস্থাদির রক্ষাকবচ

৩৬. উপযুক্ত সরকারের বিজ্ঞপ্তি বলে তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকের আগাম অনুমোদন ব্যতিরেকে আইনের ১৩ নং ধারার ২ নং উপধারা , ১৮ নং ধারার ৫ নং উপধারা ও ১৯ নং ধারার ৫ নং উপধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সমূহের জন্য কোন মামলা রুজু করা যাবেনা ।

৩৭. এই আইন বা এই আইনের অর্ন্তগত কোন বিধি বা এই আইন বলে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সদ্-উদ্দেশ্যকৃত বা করতে ইচ্ছুক কোন কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, শিশুর অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশন, শিশুর অধিকার রক্ষার রাজ্য কমিশন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ , বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বা কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না ।

বিধি প্রণয়নে উপযুক্ত সরকারের ক্ষমতা

৩৮. (১) আইনের সংস্থানগুলোর যথাযথ রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত সরকার বিজ্ঞপ্তিপত্র জারী করে নিয়ম-নীতি চালু করবে ।

(২) বিশেষভাবে এবং প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর সাধারণ চরিত্রকে উপেক্ষা না করে এই বিধি সবার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবে ;

ক) ৪ নং ধারার প্রথম সংস্থানের বর্ণিত বিশেষভাবে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং সময়সীমা ধার্য্য করা সম্পর্কে ;

খ) ৬ (ছয়) নং ধারা মোতাবেক পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে এলাকা ও সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে ;

গ) ৯ (নয়) নং ধারায় ১৪(চৌদ্দ) বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নিবন্ধিকরণ সংরক্ষণের বিষয়ে ;

ঘ) ১২ (বার) নং ধারার ২ নং উপধারা অনুসারে শিশুর বয়স নির্ধারন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রমান পত্র সম্পর্কে ;

ঙ) ১৪ (চৌদ্দ) নং ধারার ১ নং উপধারা অনুসারে শিশুর বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রমাণ পত্র সম্পর্কে ;

চ) ১৫ (পনের) নং ধারার অনুযায়ী ভর্তির বর্ধিত সময় ও সে সময়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের পাঠ সমাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে ;

ছ) ১৮ (আঠার) নং ধারার ১ নং উপধারা মোতাবেক অনুমোদনের শংসাপত্র পাওয়ার আবেদনপত্রের রূপ , সময়সীমা , পদ্ধতি ও কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে ;

জ) ১৮ (আঠার) নং ধারার ২ নং উপধারা মোতাবেক অনুমোদনপত্র প্রদানে রূপ, সময়সীমা, পদ্ধতি এবং শর্তাবলী সম্পর্কে ;

ঝ) ১৮ (আঠার) নং ধারার ৩ নং উপধারার দ্বিতীয় সংস্থান মোতাবেক শুনানির সুযোগ সম্পর্কে ;

ঞ) ২১ (একুশ) নং ধারার ২ নং উপধারার (গ) অংশে বর্ণীত বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির অন্যান্য কার্যক্রম রূপায়ণ সম্পর্কে ;

ট) ২২ নং ধারার ১ নং উপধারা অনুযায়ী বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে ;

ঠ) ২৩ নং ধারার ৩ নং উপধারা মোতাবেক শিক্ষকের প্রদেয় বেতন ও ভাতা এবং চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কে ;

ড) শিক্ষকের দ্বারা পালিত দায়িত্বভার যা কিনা ২৪ নং ধারার ১ নং উপধারা (চ) অংশে বর্ণিত সে সম্পর্কে ;

ঢ) ২৪ নং ধারার ৩ নং উপধারা অনুসারে শিক্ষকের ক্ষোভ প্রশমন সম্পর্কে ;

ণ) ৩০ নং ধারার ২ নং উপধারা অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণকরণের শংসাপত্র প্রদানের রূপ ও পন্থা সম্পর্কে ;

ত) ৩১ নং ধারার ৩ নং উপধারায় বর্ণিত কর্তৃপক্ষ, তার গঠন ও শর্তাবলী সম্পর্কে ;

থ) ৩৩ নং ধারার ৩ নং উপধারা অনুযায়ী গঠিত জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিয়োগের শর্ত এবং তাদের ভাতা সম্পর্কে ;

দ) ৩৪ নং ধারার ৩ নং উপধারা অনুযায়ী গঠিত রাজ্য উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিয়োগের শর্ত এবং তাদের ভাতা সম্পর্কে ;

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারকৃত এই আইনের প্রতিটি বিধি বা ২০ নং ও ২৩ নং ধারা অনুযায়ী জারী করা প্রতিটি বিজ্ঞপ্তি, প্রণয়ন বা জারীর পর যথাশীঘ্র, অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদের উভয় সভায় পেশ করা হবে । সর্বমোট ৩০ দিনের সময়সীমায় একটি বা দুইটি বা একাধিক ক্রমপর্যায়ী অধিবেশনের মধ্যে সীমিত থাকবে ; এবং ঐ সময়সীমার অধীন অধিবেশন বা ঠিক তার পরবর্তী অধিবেশন বা পরবর্তী ক্রমপর্যায়ী অধিবেশনের সমাপ্তি পূর্বে যদি সংসদের উভয় সভা বিধি ও বিজ্ঞপ্তির পরিমার্জন বা সম্পূর্ণ বর্জনে স্বীকৃত হয় তা হলে সেই বিধি বা বিজ্ঞপ্তি, অত:পর সংসদের নির্দিষ্ট স্বীকৃতি অনুযায়ী , পরিবর্তিত রূপে বলবত হবে বা সম্পূর্ন বর্জিত হবে, যদিও এই বিজ্ঞপ্তি বা বিধি অনুযায়ী গৃহীত পূর্বেকার সিদ্ধান্ত, এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে ।

(৪) রাজ্য সরকার কৃত এই আইনের প্রত্যেকটি নিয়ম অথবা বিজ্ঞপ্তিপত্র তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে অথবা তৈরীর পর যথা শীঘ্র রাজ্য বিধানসভায় পেশ করতে হবে ।

-:তফশিল বা তালিকা:-
(১৯ নং এবং ২৫ নং সেক্শান দেখুন)
-: একটি বিদ্যালয়ের আদর্শ ও বিচারের মানদন্ড:-

সারি নং	স্বতন্ত্র বস্তু বা দফা	আদর্শ ও বিচারের মানদন্ড
১.	শিক্ষকের সংখ্যা	ভর্তি শিশু — শিক্ষকের সংখ্যা
	(ক) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য	৬০(ষাট) পর্য্যন্ত ----- দুই জন । ৬১ থেকে ৯০ ------ তিনজন ৯১ থেকে ১২০ ------ চারজন ১২১ থেকে ২০০ ------ পাঁচজন ১৫০ শিশুর উপরে ----- পাঁচজন শিক্ষক ও একজন প্রধান শিক্ষক ২০০ শিশুর উপরে ----- প্রধান শিক্ষক ছাড়া ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত চল্লিশোর্ধ হতে পারবে না ।
	(খ) ৬ষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য	(১) অন্তত :পক্ষে একজন করে শিক্ষক থাকবেন নিম্নোক্ত বিষয় গুলিতে :- (i) বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র বিষয়ে (ii) সমাজবিদ্যায়; (iii) ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে । (২) অন্ততপক্ষে প্রত্যেক ৩৫(পঁয়ত্রিশ) জন শিশুর জন্য একজন করে শিক্ষক থাকবে । (৩) যেখানে ১০০ (একশ) জনের বেশী শিশুকে ভর্তি করা হয়েছে ---- (i) সর্বক্ষণের জন্য একজন প্রধান শিক্ষক (ii) পার্ট টাইম নির্দেশক (ক) ব্যবহারিক শিক্ষা (খ) স্বাস্থ্য এবং শারীর শিক্ষা (গ) কর্ম- শিক্ষা ইত্যাদির জন্য

২.	পাকাবাড়ী	সমস্ত ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য পাকাবাড়ীঘর থাকবে (i) প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য অন্ততঃপক্ষে একটি শ্রেণীকক্ষ এবং এবং দপ্তর/তথা/মজুদঘর/তথা প্রধান শিক্ষকের ঘর । (ii) বাধাহীন প্রবেশাধিকার (iii) ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা বা পৃথক শৌচাগার ; (iv) সকল শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ , নিরাপদ এবং প্রয়োজনীয় পানীয় জলের সুবিধা ; (v) বিদ্যালয়ে একটি রান্নাঘর যেখানে মিড্-ডে-মিল রান্না করা হয় ; (vi) খেলারমাঠ বা প্লেগ্রাউন্ড ; (vii) বিদ্যালয়ে পাকাবাড়ীকে নিরাপদ রাখার জন্য চারিদিকে দেওয়াল বা বেড়ার ব্যবস্থা ;
৩.	শিক্ষাবর্ষে ন্যুনতম কাজের দিন /নির্দেশদান-গত ঘন্টা বা সময়	(i) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ২০০(দুইশ) দিন কাজের দিন ; (ii) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টমমাণ শ্রেণীর জন্য ২২০(দুইশ কুড়ি) দিন কাজের দিন ; (iii) পঠন-পাঠনগত শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৮০০(আটশত) ঘন্টা নির্দেশদানগত সময় ; (iv) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য ১০০০(এক হাজার) নির্দেশদানগত সময় ;
৪.	শিক্ষকের জন্য সপ্তাহে ন্যুনতম কাজের সময়	শিক্ষকতার জন্য প্রস্তুতিকল্প নিয়ে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) ঘন্টা শিক্ষকতা প্রদান ;
৫.	শিক্ষন- শিখন যন্ত্রপাতি	প্রয়োজন বা দরকার অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীকে প্রদান করতে হবে ;
৬.	গ্রন্থাগার	প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে গ্রন্থাগার থাকবে যেখানে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন এবং গল্পের বই সহ সব-বিষয়ের উপর বই থাকতে হবে ।
৭.	খেলার সামগ্রী	প্রয়োজন বা চাহিদামত প্রত্যেক শ্রেণীকে সরবরাহ করতে হবে ।

টি. কে. বিশ্বনাথন
ড়ভারত সরকারের সচিব